দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

# ৩২ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ষোলটিই সমস্যায় কবলিত

রিয়াজ চৌধুরী

সরকার অনুমোদিত দেশের বত্রিশটি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ষোলটিকেই 'ত্রুটিযুক্ত মেডিক্যাল কলেজ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে সরকার। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দলের আকস্মিক পরিদর্শনে পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজের করুণ দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। এগুলোর ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখতে নির্দেশ

৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

# ৩২ বেসরকারী মেডিক্যাল

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বার্থে এসকল প্রতিষ্ঠানের চলমান শিক্ষা কার্যক্রম চলবে। এর বাইরে আরো এগারটি মেডিক্যাল কলেজে দৈন্যদশা বিরাজ করছে। সকল শর্ত পূরণ করে অন্তত ১০টির মতো মেডিক্যাল কলেজ সঠিকভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাকিগুলোর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ত্রুটিযুক্ত বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর যাত্রা শুরু হয়েছে অর্থের দাপট থেকে, শিক্ষার পরিবর্তে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিতে। এসব মেডিক্যাল কলেজ সরকারী নীতিমালার কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, নীতিমালার শর্ত পূরণ করেনি এমন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। ইতোমধ্যে আশুলিয়ার নাইটেঙ্গেল মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। শিগগিরই বন্ধ করে দেয়া হতে পারে চট্টগ্রামের সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ। এছাড়া সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানের বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে অভিযান চালাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দল।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত পরিদর্শক দলের চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (শিক্ষা ও চিকিৎসা) প্রফেসর ডা. খন্দকার শেফায়েত উল্লাহ বলেছেন, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোকে 'বেসরকারী পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা' অনুযায়ী চলতে হবে। অন্যথায়, এগুলোর ব্যবসা পরিবর্তন করতে হবে। যারা ভালো কার্যক্রম পরিচালনা করবে তারাই টিকে থাকবে। বাকিদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে। সম্প্রতি চিহ্নিত পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজকে তাদের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তবে ঐসব প্রতিষ্ঠানে চলমান শিক্ষা কার্যক্রম চলবে।

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দানের প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক উর্ধতন কর্মকর্তার মুখ থেকেই অনিয়মের কথা শুনেছি। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময় চট্টগ্রামের এক পাহাড়ে একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য আবেদন করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সরেজমিন পরিদর্শন দল ঘুরে এসে যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে কোনভাবেই এরকম স্থানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রশ্নই আসে না। সরেজমিন টিম মৌখিকভাবেও আপত্তি জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে। কিন্তু তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোন কথাতেই কান দেননি। চট্টগ্রামের সেই পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা সম্পর্কে কর্মকর্তারা আরো জানান, সম্প্রতি ঘুরে এসে যে চিত্র দেখা গেল তা রীতিমতো বিস্ময়কর। এভাবে কোন মেডিক্যাল কলেজ চলতে পারে না। রোগী-ডাক্তার কিছুই নাই, ছাত্র মাত্র তিনজন। নামে মাত্র একজন প্রিন্সিপাল রয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েও কোন লাভ হয়নি। এভাবেই চলছে চট্টগ্রামের আলোচিত সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দল চলতি মাসের শুরুর দিকে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে ছয়টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে পাঁচটিতেই নানা অনিয়ম লক্ষ্য করেন। এরমধ্যে টঙ্গী বোর্ড বাজারস্থ তাহেরুন্নেছা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার পরিবেশ বলতে কিছুই নেই। কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল নেই। একশ' শয্যার হাসপাতালে রোগী আছে ৭ থেকে ৮ জন। আউটডোরে প্রতিদিন রোগী আসে ১০ থেকে ১২ জন। মাত্র তিন চিকিৎসককে পাওয়া যায় কলেজে। গাজীপুরের ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজেও ২০ থেকে ২২ জন রোগী পাওয়া যায়। আশুলিয়ার নাইটেঙ্গেল মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। এখানে রোগী নেই, ডাক্তার মাত্র ৪ জন। হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে রোগীদের বেডগুলো। ভাড়া করা ভবনে চলছে উত্তরার মাওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম। ৮০ সিটের অনুমতি থাকলেও এখানে ছাত্র খুবই কম। টিনসেডের একটি হাসপাতালে রোগী থাকে ৩০ থেকে ৩৫ জন। রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানের সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজে অল্প জায়গায় মনোরম ভবন রয়েছে। একশ' শিক্ষার্থীর এ কলেজে হাসপাতালে রোগী আছে ২০ থেকে ২৫ জন। আউটডোরে রোগী থাকে মাত্র ১০ থেকে ১২ জন। পাঠদানে শিক্ষক নেই পর্যাপ্ত। অথচ এখানে প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ৮ লাখ টাকার বেশী নেয়া হয়।

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার নীতিমালা অনুযায়ী ৫০টি সিটের মেডিক্যাল কলেজে ২৫০ বেডের হাসপাতাল থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রতি ১ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৫টি করে বেড। কোন ভাড়া বাড়ীতে কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করা যাবে না। সকল বিষয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা আবশ্যক। এই সকল ব্যবস্থা থাকলে তদন্তকারী দল প্রতিবেদন জমা দেবে মন্ত্রণালয়কে। সে অনুযায়ী অনুমোদন দেয়া হবে কলেজ প্রতিষ্ঠার। কিন্তু বিগত জোট সরকারের আমলে তদন্তকারীদের প্রতিবেদনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতা ও অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, জোট সরকারের আমলে ১৭টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এসব কলেজ প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন পাওয়ার পেছনে অর্থ ও ক্ষমতা দু-ই কাজ করেছে। ড্যাবপন্থী বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ততার জোর অভিযোগ রয়েছে।

অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের বাইরে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেশ কিছু বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, ইব্রাহিম মেডিক্যাল কলেজ, টাঙ্গাইলের কুমুদিনী মেডিক্যাল কলেজ, সিলেটের রাগিব আলী মেডিক্যাল কলেজ, বাজিতপুরের জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ অন্যতম।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর অধিকাংশেরই একটি বড় সমস্যা হাসপাতালের অভাব। হাসপাতাল থাকলেও রোগী নেই। এর পেছনে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই প্রধানত দায়ী। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চহারে বেতন নেয়া হয়। উন্নয়ন ফিসহ একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সাড়ে তিন লাখ থেকে দশ লাখ টাকা নেয়া হয়। কোথাও কোথাও এর চেয়ে বেশীও নেয়া হয়। অথচ পাঠদানে পর্যাপ্ত শিক্ষক, চিকিৎসক ও শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত উপকরণ নেই এসব প্রতিষ্ঠানে।

উল্লেখ্য, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর আগে ৫টি মেডিক্যাল বন্ধ করে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেনীর থিউন মেডিক্যাল কলেজ, রংপুরের নর্দান মেডিক্যাল কলেজ, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ এনায়েত মেডিক্যাল কলেজ, গ্রীন রোডের আল-শেফা মেডিক্যাল কলেজ।